সংবাদ

তারিখ 25 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সনদ বাণিজ্য

নতুন ১৬টির সাফল্য নিয়ে সংশয় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা

রাকিব উদ্দিন

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি। রাজধানীর পাড়া-মহল্লাসহ সারাদেশের গ্রাম-গঞ্জে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলছে ভয়াবহ প্রতারণা ও সনদ বাণিজ্য। বেসরকারি উচ্চ শিক্ষার এই বেহাল অবস্থার মধ্যেই রাজনৈতিক বিবেচনায় গত ৯ মাসে তিন ধাপে ১৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এগুলোর সফলতা ও কার্যক্রম নিয়ে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। বর্তমানে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হলো ৭০টি। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে চলছে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী বছরের প্রথমদিকে আরও ১০/১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে বলে শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, পুরনো ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশের কার্যক্রমের ওপরই নেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও যথাযথ তদারকি। তবে পাঁচ-সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজ থেকেই শিক্ষা প্রশাসনের ন্যূনতম বিধি-বিধান ও নির্দেশনা মেনে চলার চেষ্টা করছে।

সংশয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সংশয় : বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত, মালিকানা বিরোধ ও সনদ বাণিজ্যে নাকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বর্তমানে বৈধ উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য ছাড়াই চলছে কমপক্ষে এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয়। মালিকানা দ্বন্দ্বে অস্থিরতা চলছে ইবাইস ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, গ্রামীণ ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দিপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দারুল ইহসানের নামে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা সারাদেশে খুলে বসেছে প্রায় ২০০টি অবৈধ ক্যাম্পাস। তাছাড়া দু'তিনটি ছাড়া অধিকাংশই পরিচালিত হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে। নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে শিক্ষামন্ত্রী কয়েক দফা আলটিমেটাম দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা তা আমলেই নিচ্ছেন না।

উচ্চ শিক্ষার এই হ-য-ব-র-ল অবস্থার মধ্যে দলীয় বিবেচনায় অব্যাহতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি' (এপিইউবি)।

এ বিষয়ে এপিইউবির ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেট সৃষ্টি করছে। অথচ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অপকর্ম, অনিয়ম ও দুর্নীতি দমনের কোন উদ্যোগ নেই। এমনিতেই দেশে ভালো প্রফেসর পাওয়া যাচ্ছে না। আগে ৪০/৫০ হাজার টাকা বেতন দিয়ে যে মানের প্রফেসর পাওয়া যেত, এখন দুই লাখ-আড়াই লাখ টাকা দিয়েও সেই মানের প্রফেসর পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যেই সরকার পাইকারি হারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিচ্ছে।'

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'টাকার কাছে সবকিছু পরাজিত হচ্ছে। সরকার উচ্চ শিক্ষাকে বিভীষিকাময় অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে উচ্চ শিক্ষা খাত দারুণভাবে ব্যাহত হবে। সৎ ও পরিচ্ছন্ন উদ্যোক্তারা উচ্চ শিক্ষার বিকাশে অবদান রাখতে এগিয়ে আসবে না।'

জানা গেছে, এই সরকারের আমলে গত মার্চে আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। এরপর গত অক্টোবরে 'এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৮ নভেম্বর আরও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটি, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. একে আজাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস, খুলনায় সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস আলাউদ্দিন নাসিমের ফেনী ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীমের পোর্টসিটি ইউনিভার্সিটি, সিরাজগঞ্জে বঙ্গজ ইউনুস আলী ইউনিভার্সিটি ও কুমিল্লায় ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি অন্যতম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য নিয়ে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা অনেক যাচাই-বাছাই করেই এগুলোর অনুমোদন দিয়েছি।'

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম ও দুর্নীতি দমন না করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া ঠিক হলো কি না সে সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বলেন, 'আমরা দুর্নীতি ও অনিয়ম দমনে ব্যর্থ হচ্ছি, তা ঠিক নয়। সমস্যা হচ্ছে দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশেই ক্যাম্পাস খুলে বাণিজ্য চালাচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে গেলেই তারা হাইকোর্টের স্টে-অর্ডার (স্থগিতাদেশ) নিয়ে কার্যক্রম চালায়। আমরা এ পথটি সর্বোচ্চ আদালতের অ্যাপিলিয়েট ডিভিশনের (আপিল বিভাগ) মাধ্যমে বন্ধের চেষ্টা করছি। এটি হলেই উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আরও ১০০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন জমা আছে। এর মধ্য থেকে শীঘ্রই আরও ১০/১২টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। তবে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন শিক্ষা ব্যবসায়ীও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাচ্ছেন। ওই শিক্ষা ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ ও আর্থিক সুবিধা প্রদানসহ নানা উপহার দিচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে সহায়তা প্রদানে খুব আন্তরিক। এছাড়া মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে বলেন, 'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেই। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারের অন্য একটি কার্যালয় থেকেই অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধু দাফতরিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।'